দৈনিক ইনকিলাব ০৭

তারিখ 28 DEC 1986
পৃষ্ঠা ...

উপজেলা পরিক্রমা

গাজীপুর সদর

গাজীপুর, ২৭ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— প্রকৃতির লীলা নিকেতন ভাওয়াল তথা গাজীপুর উনিশ শতক থেকেই তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা গীতি কবিতার গোবিন্দ দাসের অবদান, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভবানী ভট্টাচার্যের আত্মদান, একাত্তুরের স্বাধীনতা আন্দোলনে হুরমত নেয়ামত ও মনুমিয়ার রক্তদান ভাওয়াল তথা গাজীপুরকে এক গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ভাওয়াল থেকে গাজীপুর নামকরণের সে বিরাট এক ইতিহাস। চণ্ডাল রাজাগণের পতনের পর ভাওয়াল গাজীগণের অধিকারে আসে। এই এলাকার স্বর্ণ প্রভ অতীত এবং ঐতিহ্য সপ্মর্কে মতান্তরের পরিমাণ যতটা কম এর নামকরণের ব্যাপারের সংশয়াকীর্ণ মতদ্বৈধতার পরিমাণ ততই অধিক। বর্তমান ভাওয়ালকে অনেকে ভদ্রপাল বা ভবপাল রাজ্য বলে অনুমান করে থাকেন। গাজীপুর সদর-এর আয়তন ১৪৩ বর্গমাইল, এর লোক সংখ্যা ২৫৭০৭১ জন। গাজীপুর সদরে ৮টি ইউনিয়ন, ১৮১টি মৌজা ও ২—০৫টি গ্রাম রয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার জন্য গাজীপুর সদর স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১টি সরকারী কলেজ, ১টি বেসরকারী কলেজ, ১টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি সরকারী বালিকা বিদ্যালয় ও ২৪টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

এখানে ৪টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৪টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ৬টি দাখিল মাদ্রাসা, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৩টি, বেসরকারী ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানকার শিক্ষিতের হার ৩৫ শতাংশ।

যোগাযোগ

এ উপজেলার সাথে পার্শ্ববর্তী উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এখানে একটি রেলপথ আছে যার সাহায্যে কালিয়াকৈর ছাড়া আর সব উপজেলার সাথে যোগাযোগ করা যায়। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

কৃষি

গাজীপুর সদর কৃষিতে খুবই উন্নত। এখানে তিন ফসলী জমির পরিমাণই বেশী। মোট জমির পরিমাণ ৯২২৮৩.০০ একর এবং আবাদী জমির পরিমাণ ৬২৪৬৩ একর, অনাবাদী ২৮০২০ একর। এখানে আন্তর্জাতিকভাবে রয়েছে একটি ধান গবেষণা ও একটি কৃষি গবেষণা।

শিল্প

শিল্প ক্ষেত্রে গাজীপুর সদর আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত। এখানে একটি টাকশাল, একটি মেশিনটুলস ফ্যাকটরী ও একটি ডিজেল প্ল্যান্ট, একটি সমরাস্ত্র কারখানা ও একটি বি, আর, টি, সি বাস কারখানা এবং সাইকেল ও বেবী তৈরীর কারখানা আছে।